আধুনিক কবিতা

একখানা হাত

1. 'একখানা হাত' কবিতায় কবির মগ্নচৈতন্যে ক্ষুধিত যৌবনের যে হাহাকার চলেছে, তা নিজের ভাষায় লেখা।
» 'একখানা হাত' কবিতায় কবি বুদ্ধদেব বসু কবি মনের মগ্নচৈতন্যে নারী শরীরের স্পর্শ পাওয়ার আকুতিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। ফলে কবিতাটি অবচেতন মনের অবদমিত কামনা বাসনার প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবিতাটির শৈলী চিন্তাতেও সেই প্রতীকধর্মীতার স্বচ্ছ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। 'একখানা হাত' এই নামকরণ শুনেই পাঠক-শ্রোতার মনে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে হাত খানা কার? কবি নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেছেন একটি নারীর 'একখানা সাদা হাত'। এক রহস্যময় মেঘলা আকাশকে মাথায় নিয়ে কর্মচাঞ্চল্যতার ক্লাস্তিতে কবি যখন দ্রুত গতিতে বাড়ি ফিরছেন বৃষ্টি এড়াতে, তখন রাস্তার ধারে বাড়ির জানলা থেকে কবি দেখেন-

‘নিলাম তাহার ই ফাঁকে পলকের তরে
একখানা শাদা হাত দেখে-
দুইটি কবাট এসে বুজিলো তখনই
দুই দিক থেকে।’

হাতের অধিকারিনীকে কবি না দেখলেও হাতটি যে সুন্দরী নারীর সে বিষয়ে কবি মনের সন্দেহ থাকে না। কবি বাড়ি ফিরলেও তাঁর মানসিক শান্তি বিনষ্ট হল।

ঘুম তাঁর কাছে হয়ে উঠল মৃত্যুর সমতুল্য। ঘুমের অতল শান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার আগে কবি মন জানতে চাইল -

‘এই কথা না জেনেই মৃত্যু হবে মোর
হাতছানি কারা।’

এই হাতকে কেন্দ্র করেই কবি কয়েকবার মগ্ন চৈতন্যে নারীর শরীর ছুঁতে চেয়েছেন। যা কবির মনে রহস্যের জাল বিস্তার করেছে। প্রেম উন্মাদ কবি মন ঐ রহস্যময় নারীর সঙ্গ সুখ পাওয়ার জন্যে এক কামনার।

ছটফট করেছেন। এক ই চিন্তায় মগ্ন কবি বুঝতে পারছেন না এখন কত রাত?। পুনরায় মগ্নচৈতন্যে ডুবে গিয়ে কবি পৌঁছে গেছেন উপসংহারে। যেখানে কবি মনের তৃষ্ণা কে হাহাকারকে ব্যক্তিপ্রেমের উপলব্ধিকে প্রসারিত করেছেন প্রেম ভাবনার নিখিল বিশ্বে বলে উঠেছেন- ‘কখনো সে-হাত যদি ছুঁই, জানবো না, এই সেই হাত।’

একদিকে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, অন্যদিকে উন্মাদ প্রেম দুই মিলে খন্ড ছবি আকারে একখানা হাত কবি মনে শেষ পর্যন্ত এক পূর্ণ নারী রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

হারিয়ে

1. ‘হারিয়ে ‘কবিতাটিতে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র কেন হারিয়ে যেতে চেয়েছেন, কবিতা অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
» বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রবল ধ্বংস লীলায় নষ্ট শসা পচা চালকুমড়োর মতো ঘুম ধরা সমাজে মানুষ যখন সভ্যতার মুখোসে পশুর থেকেও পশুতে পরিণত হয়েছে, তখন তিনের দশকে কামার-কুমোর শ্রমজীবী মানুষের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষু দে প্রভৃতি সমকালীন কবিদের মতো এলিয়টের অনুসরণে পৃথিবীকে কেবল ‘ওয়েস্ট ল্যান্ড’ হিসেবে দেখেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছেন- ‘আমার শহর ভুলে গেছে তার আদি পরম শ্লোক’। তাই এক সর্বগ্রাসী হতাশা ক্লান্তিময় সময়ের গহ্বর থেকে মুক্তি পেতে ফ্রাইটম্যানের অনুসরণে প্রকৃত জীবনের স্বাদ অনুভব করতে দ্বারস্থ হয়েছেন আদিম সভ্যতার। পেতে চেয়েছেন, খোলা আকাশ মুক্ত বাতাস।

আমরা জানি মানুষ অজান্তে হারিয়ে যায়। ইচ্ছে করে কেউ হারিয়ে যেতে চায় না বা পারে না। কিন্তু কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলে উঠেছেন-

‘কোনোদিন গেছ কি হারিয়ে

হাট-বাট-নগর ছাড়িয়ে

দিশেহারা মাঠে

একটি শিমুল গাছ নিয়ে আকাশের বেলা যেথা কাটো’

অর্থাৎ কবি সমাজের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান নিজে হারিয়ে গিয়ে নগরের থেকে বহু দূরে যেখানে শিমুল গাছের সজীবতা, আকাশের বিরাটত্ব নিয়ে অনন্ত মাঠের অবস্থান। যেখানে ‘সব হারাবার পর /বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।’ অর্থাৎ অসংখ্য ফানুসের আড়ালে কবি এই ভাবেই নিজেদের কে খুঁজে পেতে চেয়েছেন’ হারিয়ে ‘কবিতার মধ্যে দিয়ে।

প্রিয়তমাসু

1. ‘আমি যেন সেই বাতিওয়ালা’ – কে নিজেকে বাডিওয়ালা বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
» কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর ‘প্রিয়তমাসু’ কবিতায় নিজেকে বাডিওয়ালা বলেছেন। কারণ বাতিওয়ালার কাজ বাতি জ্বালিয়ে পথের অন্ধকার দূর করা। এই বাতিওয়ালারা সভ্যতার পিলসুজ। তাদের দেওয়া আলোয় সবাই আলোকিত হলেও এরা পড়ে থাকে অন্ধকারে। নিজেদের ঘরে বাতি জ্বালানোর সামর্থ্য তাদের নেই। সৈনিকদের অবস্থা ঠিক তেমনি। ইংরেজ শাসকের স্বার্থে দেশে দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজের, নিজের দেশের স্বার্থ দেখার অবকাশ মেলে না। আত্মোন্নতির এবং প্রিয়জনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ক্ষেত্রে দুজনেই অক্ষম।

.....x.....x.....

অন্তরা দে (RGC)